হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

<u>বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম</u>

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।
[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

নং: ১১/২২০৪১০

০৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩১ হিজরী

২২ এপ্রিল, ২০১০ ইং

<u>প্রেস বিজ্ঞপ্তি</u>

সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে নির্লজ্জভাবে মাথানত করা এটাই প্রমাণ করে যে, প্রভুভক্তিতে শেখ হাসিনার নির্ধারিত কোন সীমানা নেই

ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত টিমথি জে রোমার গতকাল ঢাকা সফরে এসেছেন ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সন্ত্রাস দমন কর্মসূচীকে কিভাবে আরো জোরদার করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। মার্কিন পররাষ্ট্র উপ-সচিব জেমস্‌ বি. স্টাইনবার্গ আজকে বাংলাদেশে সফরের ঠিক প্রাক্কালে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাংলাদেশ সফর। রোমার শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তার সফর সম্পর্কে আমেরিকান সেন্টারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয় যে, সন্ত্রাস দমনে ভারত-বাংলাদেশ কিভাবে একে অপরকে সহায়তা করতে পারে, বাংলাদেশের সাথে ভারতের ব্যবসা-বানিজ্যের উন্নয়ন, আঞ্চলিক সহযোগীতা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করাই তার এই সফরের মূল আলোচ্য বিষয়। ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** বারবার শেখ হাসিনা ও তার সরকারের, কাফের ও মুশরেকদের প্রতি নতজানু হবার হীন মানসিকতা সম্পর্কে জনগণকে সাবধান করে আসছে। সাম্রাজ্যবাদী প্রভূদের কাছে নির্লজ্জভাবে মাথানত করার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার নির্ধারিত কোন সীমানা নেই। তৃতীয় একটি দেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করতে তার কি কোন লজ্জাবোধ নেই? মনে হয় যেন সে বাংলাদেশের নয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** এতে মোটেও অবাক হয়নি। এ অঞ্চলে ইসলামের একটি আদর্শিক উত্থানের পথকে রুদ্ধ করতে ও চীনকে প্রতিহত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানেও জেনারেল মোশারফ ও তার উত্তরসূরীদের মুশরেক রাষ্ট্রের সাথে আতাত করার ক্ষেত্রে একই ভূমিকা পালন করেছিল। মার্কিন ক্রুসেডার শত্রুদের বাংলাদেশের ব্যাপারেও একই পরিকল্পনা রয়েছে। কোন সচেতন রাজনীতিবিদ, তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ দমন কর্মসূচী বিষয়ে আলোচনার জন্য রোমার ঢাকা সফর, তাদের রকম ভিত্তিহীন বিবৃতিতে বিশ্বাস করবে না যখন আমরা দেখি যে বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এ দেশের এক নম্বর সন্ত্রাসীর সাথে সাক্ষাৎ করে।

হিযবুত তাহ্‌রীর এদেশের মুসলিমদের অনতিবিলম্বে সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরুর আহ্বান জানাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের স্বার্থ আদায়ের জন্যই শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। ক্রুসেডার আমেরিকা ও মুশরেক রাষ্ট্র ভারত একটি সমঝোতায় পৌছেছে যে, আমেরিকা এ অঞ্চলের শাসকদের (বিশেষ করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের) ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের বিবাদমান ইস্যুগুলো সমাধানের জন্য চাপ প্রয়োগ করবে যাতে করে ভারত এগুলো থেকে মুক্ত হয় ও ইসলামের দুশমন এই দুই শত্রু এ অঞ্চলে তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। একারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শেখ হাসিনা একদিকে যেমন ভারতের চাহিদাসমূহ পূরণ করছে অন্যদিকে বাংলাদেশে মার্কিন উপস্থিতি বিশেষ করে তার সেনা উপস্থিতি বজায় রাখার জন্য এদেশকে ইরাক-আফগানিস্তানের মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত মার্কিন খুনী সৈন্যদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অভয় আশ্রম হিসেবে গড়ে তুলছে।

হে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ! ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছে, শেখ হাসিনা ও তার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে অনতিবিলম্বে সুস্পষ্ট এবং দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। সে পিলখানায় সেনা অফিসারদের হত্যা করার জন্য তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। সম্প্রতি সে ভারতীয় শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বে বিশ্বাসস্থাপনকারী, মইনুল ইসলামকে পদোন্নতি দিয়ে লেফট্যানেন্ট জেনারেল পদে সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। শেখ হাসিনাকে যত বেশী সময় দেয়া হবে ততই সে ক্রুসেডার ও মুশরেক শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হবে এবং আমাদের বীর মুসলিম সেনাবাহিনীকে মুসলমানদের শত্রু সাম্রাজ্যবাদী ঐ ক্রুসেডার ও মুশরেক শত্রুদের আজ্ঞাবহনকারী বাহিনীতে পরিণত করবে। সুতরাং খুব দেরী হয়ে যাবার আগেই খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুন। কেবলমাত্র খিলাফতই দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাবমুক্ত করবে। বিএনপি জোট একদিন ক্ষমতায় এসে পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাবে এ আশায় তাদের দিকে নিষ্ফল তাকিয়ে থাকবেন না। মুসলিমদের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব রয়েছে। কেবলমাত্র বাংলাদেশ নয়, বরং পুরো বিশ্বের উম্মাহ্‌ আপনাদের সাথে থাকবে। এবং তার চেয়েও বড় কথা হল আপনাদের রয়েছে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব এবং আপনারা সে দায়িত্ব পালন করুন। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আস্থা রাখুন। আপনাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই এবং কেউ আপনাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌, অত:পর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।' **[সুরা হামীম সিজদাহ-৩০]**

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়

উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ